গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ঢাকা সেনানিবাস।
www.dmlc.gov.bd

নং- ২৩.২২.০০০০.০১৮.৯৯.১৩৮.২২-৭১

তারিখ: ২২ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: **শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদযাপন সংক্রান্ত।**

সূত্র: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অনুষ্ঠান শাখা এর স্মারক নং ৪৩.০০.০০০০.১২৪.২৩.১৭৬.২১.০৯, তারিখঃ ০১ জানুয়ারি, ২০২৪।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যবিবরণীর ২.১৬ (খ) অনুচ্ছেদ এর নির্দেশনা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট **থানা/উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়** হতে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার পোস্টার ও ফেসটুন সংগ্রহপূর্বক যথাযথ মর্যাদায় শহিদ দিবস উদযাপন করার নিমিত্ত ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ .... (..........) পাতা।

০৫/০২/২০২৪

(ফারহানা তারান্নুম মাসুদ)
সহকারী পরিচালক (শিক্ষা)
ফোন: ৮৭১৫৬৯৭
E-mail: eduof@dmlc.gov.bd

ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার/সেনানিবাস সচিব
ঢাকা/চট্টগ্রাম/যশোর/কুমিল্লা/গাজীপুর/বগুড়া/রংপুর/সৈয়দপুর/
সাভার/শহীদ সালাহ্উদ্দিন সেনানিবাস, ঘাটাইল/মোমেনশাহী/
রাজশাহী/কাদিরাবাদ/জাহানাবাদ/জালালাবাদ সেনানিবাস।

জনাব মোহাম্মদ নাছার মিয়া
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা
সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস
(ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

অনুলিপি: (সদয় জ্ঞাতার্থে)

১। প্রধান শিক্ষক (সকল)

....

....

২। মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী --- মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
অনুষ্ঠান শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moca.gov.bd

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	কে এম খালিদ এমপি
	:	প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময়	:	১৭ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখ বেলা ১২.০০ টায়
সভার স্থান	:	শহীদ মুনীর চৌধুরী সভাকক্ষ, বাংলা একাডেমি
সভার উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি উপস্থিত এবং অনলাইনে সংযুক্ত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বলেন, সরকার প্রতি বছরের ন্যায় "শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪" যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ইউনেস্কো কর্তৃক ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কোর প্যারিস অধিবেশনে অমর একুশে ফেব্রুয়ারিকে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ায় দিবসটির তাৎপর্য বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দিবসটি যথাযথভাবে উদ্‌যাপন এবং কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান) সভায় কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

০২. সভায় বিস্তারিত আলোচান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়:

ক্রমিক	কর্মসূচি/সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
২.১	মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি ভবনসমূহে সঠিক নিয়মে, সঠিক রং ও মাপের জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখতে হবে। সূর্যোদয়ের সময়ে পতাকা উত্তোলন এবং সূর্যাস্তের সময় পতাকা নামাতে হবে। পতাকা অর্ধনমিত করার ক্ষেত্রে সঠিক নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। পতাকার সঠিক মাপ ও উত্তোলনের নিয়ম সম্পর্কে সকলকে সচেতন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, সকল বেসরকারি টেলিভিশন/বেতার এবং সকল প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।	সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা, সকল সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি ভবনসমূহ স্ব স্ব উদ্যোগে।
২.২	যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সংগতি রেখে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ও মাদ্রাসাসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্ব-স্ব কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক দিবসটি উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/শিক্ষা বোর্ড।
২.৩	জাতীয় অনুষ্ঠানের সাথে সংগতি রেখে সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদসমূহে যথাযোগ্য মর্যাদায় শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন করতে হবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, সিনেট সদস্যবৃন্দ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারি পরিষদ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এলাকার কর্মসূচি প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করবে।	
২.৪	(ক) একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা, যেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পূর্বের ঐতিহ্য বজায় রেখে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে উপস্থিত হতে পারেন। মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের বিষয়ে রাষ্ট্রপতির কার্যালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে আলোচনা করে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং এসএসএফ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। (খ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, ঢাকাস্থ বিদেশী দূতাবাসের প্রতিনিধিবর্গ, একুশে উদ্‌যাপন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধিবর্গ এবং রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের ধারাক্রম নির্ধারণ এবং মিশন প্রধানগণের তালিকা প্রণয়ন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সরবরাহ করবেন। প্রণীত ধারাক্রমটি সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করতে হবে। (গ) মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদনের পর নির্ধারিত ধারাক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) মিনিট নিরাপত্তায় নিয়োজিত থাকবেন। (ঘ) কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী ও সচিব মহোদয় এবং এ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ঢাকাস্থ ১০টি প্রতিষ্ঠান প্রধানগণের অনুকূলে নিরাপত্তা পাশের জন্য একটি তালিকা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (ঙ) ঢাকাস্থ বিদেশি দূতাবাসের প্রতিনিধিবর্গের নির্ধারিত ধারাক্রম অনুযায়ী কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদনের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকাস্থ বিদেশী দূতাবাসসমূহের সাথে যোগাযোগ করবে। বিদেশী দূতাবাসের প্রতিনিধিগণের গাড়ি পার্কিং-এর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে প্রথম সারিতে স্থান চিহ্নিত করে রাখতে হবে। (চ) কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে অর্পিত পুষ্পস্তবকসমূহ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বিএনসিসি সদস্যবৃন্দের সহায়তায় একুশে ফেব্রুয়ারি রাত ১২.০০ টা পর্যন্ত সাজিয়ে রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, এসএসএফ, র‍্যাব এবং বিএনসিসি।

২.৫	কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে অনুষ্ঠান আয়োজন উপলক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করবে। অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর বরাদ্দকৃত অর্থ যথানিয়মে সমন্বয় করে অনুষ্ঠান সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
২.৬	কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারসহ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।	জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং র‍্যাব।
২.৭	সকল সরকারি ও বেসরকারি টেলিভিশন, বেতার চ্যানেল এবং কমিউনিটি রেডিওসমূহে একুশের অনুষ্ঠানমালা প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভাষা শহিদদের সঠিক নাম উচ্চারণের বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় এ বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে।	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদফতর, বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস), সকল বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এবং বেতার/কমিউনিটি রেডিও।
২.৮	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উপলক্ষে ঢাকা শহরের নিম্নোক্ত সড়ক দ্বীপসমূহ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাজনক স্থানসমূহে বাংলাসহ অন্যান্য দেশের বর্ণমালা সম্বলিত ফেস্টুন দ্বারা সজ্জিত করতে হবে: (ক) হোটেল সোনারগাঁও এবং হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল-এর সম্মুখস্থ সড়ক দ্বীপ; (খ) শিক্ষা ভবন থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যন্ত সড়ক দ্বীপসমূহ; (গ) সচিবালয়সহ জিপিও মোড় এবং বায়তুল মোকাররম উত্তর গেইট; (ঘ) হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের সড়ক দ্বীপসমূহ; (ঙ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মুখস্থ সড়ক দ্বীপ; (চ) শাপলা চত্বর, মতিঝিল; (ছ) কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার থেকে আজিমপুর কবরস্থান পর্যন্ত সড়ক দ্বীপসমূহ; (জ) ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র এবং কার্জন হল সম্মুখস্থ সড়ক দ্বীপসমূহ; (ঝ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের সম্মুখের সড়ক দ্বীপসমূহ; (ঞ) ঢাকা শহরের প্রবেশমুখসমূহ; (ট) চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; এবং (ঠ) মেট্রোরেল স্টেশনসমূহ। বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষসমূহ সমন্বয় করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত বিভাগ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড।
২.৯	একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে শিক্ষাভবন থেকে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার হয়ে আজিমপুর পর্যন্ত সড়ক ও কবরস্থানে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করতে হবে। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার চত্বরে স্থায়ীভাবে পর্যাপ্ত আলোকিতকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এলাকায় গাছের শুকনো এবং ঝুঁকিপূর্ণ ডালপালা অপসারণসহ রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জেনারেটরের ব্যবস্থা রাখতে হবে।	বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোঃ (ডিপিডিসি), পিডিবি, গণপূর্ত আরবরি কালচার বিভাগ, গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

২.১০	একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এলাকায় সকল ধরনের সরঞ্জামাদিসহ ফায়ার সার্ভিস টিম প্রস্তুত রাখতে হবে।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
২.১১	একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে ও দিনে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার চত্বর এবং আজিমপুর কবরস্থান এলাকায় অতিরিক্ত জনসমাবেশ/ ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	জননিরাপত্তা বিভাগ/সুরক্ষা সেবা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ।
২.১২	একুশে ফেব্রুয়ারির দিনে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এলাকার আশে পাশে অন্তত ১০টি স্থানে ঢাকা ওয়াসা বিশুদ্ধ ও সুপেয় খাবার পানি সরবরাহ করবে।	স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ঢাকা ওয়াসা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং বাংলা একাডেমি।
২.১৩	জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজনে সার্বক্ষণিক চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এলাকায় চিকিৎসা ক্যাম্প স্থাপন করতে হবে। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ বিকাল ৩.০০ টা হতে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ দুপুর ১২.০০টা পর্যন্ত অনুষ্ঠানস্থলে চিকিৎসা সরঞ্জামাদিসহ পর্যাপ্ত সংখ্যক অ্যাম্বুলেন্স প্রস্তুত রাখতে হবে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নেয়া যেতে পারে।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, সিভিল সার্জন, ঢাকা এবং বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি।
২.১৪	আজিমপুর কবরস্থানে কোরআন তেলাওয়াত এবং ভাষা শহিদদের রুহের মাগফেরাতের জন্য দেশের সকল মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও অন্যান্য উপাসনালয়ে প্রার্থনার আয়োজন করতে হবে। প্রার্থনার সময় ভাষা শহিদদের সঠিক নাম ব্যবহার করতে হবে।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জেলা প্রশাসক (সকল) এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
২.১৫	শহিদ মিনারের আশেপাশে সুবিধাজনক স্থানে মহিলাদের জন্য ৫টিসহ কমপক্ষে ২৫টি ভ্রাম্যমাণ টয়লেট স্থাপন করতে হবে। টয়লেটসমূহ সার্বক্ষণিক পরিষ্কার রাখার জন্য পরিচ্ছন্নতা কর্মী রাখতে হবে।	গণপূর্ত অধিদপ্তর, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা ওয়াসা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
২.১৬	বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বেসরকারি বেতার, টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার এবং সংবাদ পত্রে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থাকরণ: (ক) মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কর্মসূচির সংবাদ, আলোক চিত্র/ভিডিও চিত্রসহ অন্যান্য বছরের ন্যায় বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং বেসরকারি বেতার, বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলসমূহ ও কমিউনিটি রেডিও কর্তৃক বিশেষ অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার এবং ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদানের বিষয়টি ক্রোড়পত্রে উল্লেখ করে প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, কবি নজরুল ইন্সটিটিউট, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমি'র কর্মসূচি সম্প্রচারে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। সংশ্লিষ্ট টেলিভিশনের নিউজ এডিটরগণ এ সকল সংবাদ সমন্বয় করে	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, তথ্য অধিদফতর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ডিএফপি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, কবি নজরুল ইন্সটিটিউট, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস), বেসরকারি বেতার এবং

	প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। মহান শহিদ দিবসের ভাবগাম্ভীর্য রক্ষা, শহিদ মিনারের মর্যাদা সমুন্নত রাখা, সুশৃঙ্খলভাবে শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ ইত্যাদি বিষয়ে জনসচেতনতামূলক বক্তব্য/অনুষ্ঠান সকল সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যমে সম্প্রচার করতে হবে।	বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলসমূহ।
	(খ) গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ঢাকা মহানগরীতে ট্রাকের মাধ্যমে রাজপথে ভ্রাম্যমাণ সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং নৌযানের সাহায্যে ঢাকা শহর সংলগ্ন নৌপথে সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজনসহ জেলা-উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এসকল অনুষ্ঠান মহান শহিদ দিবসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ হতে হবে। ডিএফপি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে তিন ধরণের পোস্টার মুদ্রণ করবেন। যার মধ্যে প্রথমটি হবে সর্বজনীন, দ্বিতীয়টি স্কুল-কলেজের শিশু-কিশোরদের জন্য এবং তৃতীয়টি বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহ ও বাংলাদেশে অবস্থিত বৈদেশিক দূতাবাসসমূহে প্রচারের জন্য। শিশু-কিশোরদের জন্য মুদ্রিত পোষ্টারে মাতৃভাষার সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে শিশু-কিশোরদের সচেতন করতে হবে। বিদেশে প্রচারের জন্য মুদ্রিত পোস্টারে "একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস" বাংলাসহ জাতিসংঘের স্বীকৃত ৬টি ভাষায় লেখার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। মুদ্রণকৃত পোস্টার একুশে ফেব্রুয়ারির অন্তত: ২০ দিন পূর্বে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহে এবং বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে প্রেরণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। জেলা প্রশাসকগণ উক্ত পোস্টার দ্রুত উপজেলায় বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, ডিএফপি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জেলা প্রশাসক (সকল)।
	(গ) উক্ত দিনে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের জন্য নিরাপত্তা পাশের ব্যবস্থা করতে হবে।	স্পেশাল ব্রাঞ্চ এবং ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ।
২.১৭	বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহ মহান শহিদ দিবস ও আর্ন্তজাতিক মার্তৃভাষা দিবস ২০২৪ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করতে হবে। দিবসটি উপলক্ষ্যে শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ; মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/ প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ; বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন বিষয়ক আলোচনা সভা; পুস্তক ও চিত্র প্রদর্শনীসহ বিবিধ আয়োজন থাকবে। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক এবং বাঙালী অভিবাসীদের আমন্ত্রণ জানাতে হবে।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।
২.১৮	জাতীয় অনুষ্ঠানের সাথে সংগতি রেখে জেলা/উপজেলা পর্যায়ের যুব সমাজকে সম্পৃক্ত করে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপন করতে হবে।	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা।
২.১৯	মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে শিশুদের নিয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, ছড়া পাঠ, কবিতা পাঠ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হবে।	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

২.২০	মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার কর্মসূচি: (ক) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারি রাতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় আলোচনাক্রমে সময় নির্ধারণ করবে। বাংলা একাডেমি কর্তৃক বিষয়টি সমন্বয় করতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং বাংলা একাডেমি।
	(খ) বইমেলা, আলোচনা সভা, সেমিনার এবং প্রদর্শনী আয়োজন: বাংলা একাডেমি বইমেলার আয়োজন করবে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, নজরুল ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা ঐ বইমেলায় অংশগ্রহণ করবে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমি বিশেষ শিশু সংখ্যা প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, কবি নজরুল ইন্সটিটিউট, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমি।
	(গ) মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে একুশের প্রথম প্রহরে মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুষ্পস্তবক অর্পণের সময় 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' রেকর্ডকৃত গানটি পরিবেশন করতে হবে এবং পরের দিন কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের বেদিতে দেশ-বিদেশের শিশু শিল্পীদের অংশগ্রহণে 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানটি পরিবেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।
	(ঘ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও অধীনস্থ শাখা জাদুঘরসমূহ, শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সকল প্রত্নস্থান ও জাদুঘরসমূহে শিশু-কিশোর, শিক্ষার্থী, বৃদ্ধ ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের বিনা টিকেটে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ।	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর।
	(ঙ) বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর ও স্বাধীনতা জাদুঘরে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন প্রামাণ্য নিদর্শন প্রদর্শন, শিশু-কিশোরদের সুন্দর বাংলা হাতের লেখা প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং সেমিনার আয়োজন করতে হবে।	বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর।
	(চ) গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, ঢাকা এবং বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহে রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা এবং বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন বিষয়ক আলোচনা সভা আয়োজন করতে হবে।	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর।
	(ছ) ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আলোচনা সভা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আবৃত্তি অনুষ্ঠান, বাংলা লেখা প্রতিযোগিতা এবং রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা
২.২১	জেলা সদর ও উপজেলা সদরের কর্মসূচি : সকল জেলা ও উপজেলা সদরে জেলা/উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচির সাথে সংগতি রেখে স্ব-স্ব কর্মসূচি প্রণয়নপূর্বক দিবসটি উদ্‌যাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভাষা শহিদদের স্মরণে দেশের সকল শহিদ মিনারে রাত ১২.০১ মিনিটে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে হবে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠানগুলো জেলা/উপজেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে দিবসটি উদ্‌যাপন করবেন। এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জেলা	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বিভাগীয় কমিশনার (সকল বিভাগ), জেলা প্রশাসক (সকল),

	ও উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), যুগ্মসচিব (অনুষ্ঠান) এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২.২২	মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উদ্‌যাপনের সার্বিক কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
২.২৩	১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত **"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি"** গানটির নির্দিষ্ট অংশ দেশের সকল মোবাইল অপারেটর কর্তৃক গ্রাহকের ফোনে রিং টোন হিসেবে ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

০৩. সভায় অন্য কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনে সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করে এবং উপস্থিত ও অনলাইনে সংযুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৮.১২.২৩

কে এম খালিদ এমপি
প্রতিমন্ত্রী

স্মারক নং: ৪৩.০০.০০০০.১২৪.২৩.১৭৬.২১.০৭

তারিখ: ১৭ পৌষ ১৪৩০ / ০১ জানুয়ারি ২০২৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২. সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা;
৩. সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা;
৪. সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৫. সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ: আ: জনাব হাবিবুল হাসান, সিনিয়র সহকারী সচিব);
৬. সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৭. সিনিয়র সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৮. সিনিয়র সচিব/ সচিব (সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ),..;
৯. সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ: আ: জনাব মো: নজরুল ইসলাম, যুগ্মসচিব);
১০. সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ: আ: জনাব আবদুল্লা-আল-শাহীন, উপসচিব);
১১. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১২. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১৩. সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১৪. সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ: আ: জনাব দেবময় দেওয়ান, যুগ্মসচিব);
১৫. সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ: আ: জনাব ফারহানা হক, উপসচিব);
১৬. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১৭. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ: আ: জনাব হায়াত মো: ফিরোজ, যুগ্মসচিব);
১৮. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
১৯. সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;

২০. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, মগবাজার, ঢাকা (দৃ: আ: জনাব খান মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম, উপ-পরিচালক);
২১. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা;
২২. মহাপরিচালক, এসএসএফ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা;
২৩. মহাপরিচালক, এনএসআই, সেগুনবাগিচা, ঢাকা (দৃ: আ: জনাব শেখ খায়রুল বাসার, উপপরিচালক);
২৪. উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা;
২৫. বিভাগীয় কমিশনার (সকল);
২৬. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
২৭. মহাপরিচালক, র‌্যাব সদর দপ্তর, উত্তরা, ঢাকা;
২৮. কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা (দৃ: আ: জনাব মো: আবু ইউসুফ, ডিসি অপারেশনস);
২৯. মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা দপ্তর, ৩২ ক্যান্টনমেন্ট বাজার, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা (দৃ: আ: জনাব গোলাম মোহাম্মদ সম্রাট, সহকারী পরিচালক);
৩০. অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা;
৩১. অতিরিক্ত আইজিপি, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, রাজারবাগ, ঢাকা (দৃ: আ: জনাব মো: মিজানুর রহমান, অতি: ডিআইজি);
৩২. চেয়ারম্যান, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা (দৃ: আ: জনাব সাধন চন্দ্র দে, পরিচালক);
৩৩. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, গুলশান, ঢাকা;
৩৪. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, নগর ভবন, ঢাকা;
৩৫. প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদফতর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ: আ: জনাব খালেদা বেগম, সিনিয়র উপ-প্রধান তথ্য অফিসার);
৩৬. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা;
৩৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, প্রবাসী কল্যাণ ভবন (লেভেল:১৪), ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা;
৩৮. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কো: (ডিপিডিসি), ঢাকা (দৃ: আ: জনাব মো: মহসিন আব্দুল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী);
৩৯. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, কাওরান বাজার, ঢাকা (দৃ: আ: জনাব মোহাম্মদ আইয়ুব খান, সহকারী প্রকৌশলী);
৪০. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস), পুরানা পল্টন, ঢাকা (দৃ: আ: জনাব মাহফুজা জেসমিন, বিশেষ প্রতিনিধি);
৪১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন, রামপুরা, ঢাকা;
৪২. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা (দৃ: আ: জনাব মো: আরিফুল ইসলাম, পরিচালক);
৪৩. মহাপরিচালক, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা (দৃ: আ: জনাব তারিক মোহাম্মদ, উপপরিচালক);
৪৪. মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা;
৪৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা (দৃ: আ: জনাব গাজী মো: ওয়ালি-উল-হক, সচিব);
৪৬. মহাপরিচালক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা;
৪৭. মহাপরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর, শাহবাগ, ঢাকা;
৪৮. রেজিস্ট্রার অফ কপিরাইটস, বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা;
৪৯. মহাপরিচালক, আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা;
৫০. মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগারগাঁও, ঢাকা (দৃ: আ: জনাব মোহাম্মদ মহীউদ্দিন মজুমদার, পরিচালক);
৫১. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ফুলবাড়িয়া, ঢাকা;
৫২. মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ১১২ সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা;
৫৩. মহাপরিচালক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট, ঢাকা;
৫৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ঢাকা;
৫৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা;
৫৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট, বর্ধমান হাউজ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা;
৫৭. নির্বাহী পরিচালক, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ধানমন্ডি, ঢাকা;
৫৮. যুগ্মসচিব (সকল), সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৫৯. প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা (দৃ: আ: জনাব মো: ওমর ফারুক, সহকারী প্রকৌশলী);
৬০. জেলা প্রশাসক (সকল);
৬১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা জেলা পরিষদ, ঢাকা;
৬২. সিভিল সার্জন, ঢাকা (দৃ: আ: ডা: ইয়াসমিন নাহার, ডেপুটি সিভিল সার্জন);
৬৩. পরিচালক, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা;

-০১৮-

৬৪. পরিচালক, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ;
৬৫. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল);
৬৬. পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি, নেত্রকোণা;
৬৭. পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান;
৬৮. পরিচালক, কক্সবাজার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, কক্সবাজার;
৬৯. পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি;
৭০. উপ-পরিচালক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি;
৭১. উপ-পরিচালক, রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী;
৭২. উপ-পরিচালক, মনিপুরী ললিতকলা একাডেমি, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

অবগতির জন্য অনুলিপি:

১. প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য);
২. সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা;
৩. সচিবের একান্ত সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য);
৪. সিস্টেম এনালিস্ট, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ);
৫. অফিস কপি।

০২/০৯/২০২৪

আইরীন ফারজানা
উপসচিব
ফোন-৫৫১০০৬৬৮
ইমেইল: event.section@moca.gov.bd